স্বচ্ছতা

এই মূলনীতি অনুসরণ করা মানে বাণিজ্যিকভাবে সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করা বোঝায় না! এটা বলতে জনতার সাথে খোলাখুলি যোগাযোগের কথা বোঝায় যা আপনার সিদ্ধান্ত এবং কর্মকান্ড দ্বারা প্রভাবিত, যা আশেপাশের পরিবেশে প্রভাব ফেলে। কিভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে, তারা কি অর্জন করতে চাচ্ছে, কিভাবে তারা যে কোনো একটি সামাজিক দায়িত্বশীলতার কার্যক্রম সম্পাদন করছে এবং কিভাবে তারা স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করছে বা তাদের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে, এ সকল ব্যাপারে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানকে এসব ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে সাধারণ মানুষের সাথে তারা যোগাযোগ করতে পারে। যে-ই সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল হতে চাইছে, স্টেকহোল্ডারদের বলার জন্য তার একটি সুন্দর গল্প থাকবে যা ওই প্রতিষ্ঠানকে তার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে।

স্বচ্ছ পরিস্থিতিতে দুর্নীতি কখনোই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি সার্বজনীন পরিবেশেই হোক, আর ব্যক্তিগত পরিবেশেই হোক, তাদের কর্মকান্ডকে আড়াল করার চেষ্টা করে। কাজ-কর্মের স্বচ্ছতা, বাংলাদেশ এবং তার জনগনের জন্য বিশাল উপকার বয়ে নিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়।

নৈতিক আচরণ

সততা, সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা এগুলো অনেক বড় শব্দ। এগুলোই নৈতিক আচরণের কেন্দ্র। কিন্তু মাঝে মাঝে এরা শুধু সুন্দর শব্দই রয়ে যায়। এদের গুরুত্বের সাথে নিতে হলে একটি প্রতিষ্ঠানের যা করা উচিৎ -

- স্থানীয় আইন ও নিয়মকে শ্রদ্ধা করতে হবে, বিশেষ করে পরিবেশ আইন ও বাংলাদেশ শ্রম আইন।
- ওয়ারেন্টি এবং গ্যারান্টিকে সম্মান করতে হবে।
- দুর্নীতি বর্জন করতে হবে ।
- ভোক্তাদের প্রতারণা করা বর্জন করতে হবে।
- সবার সাথে শ্রদ্ধা, অনুমোদন ও বিবেচনার ভিত্তিতে আচরণ করতে হবে ।

একই সঙ্গে, নৈতিক মানকে অবলম্বন করার সাথে সাথে কোম্পানিগুলোকে নৈতিক আচরণ পরিচালনা ও জোরদার করতে হবে এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে এনরন কর্পোরেশনের একটি চমৎকার 'কোড অব এথিকস' ছিলো, যা সকল কর্মীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিলো। যখন তাদের কোম্পানির প্রতারণামূলক আচরণ প্রকাশিত হয়ে যায়, তারা দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এই অনৈতিক আচরণ-এর নেতৃত্বে সেই উচ্চ ব্যবস্থাপনার ব্যক্তিরাই ছিলেন, যারা এই কোড অব এথিকস তৈরি করেছিলেন।